লুপ্ত নদী, লুপ্ত দেউল, লুপ্ত রাজ্যপাট

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছবি ঃ লেখক

নারী দেহাকৃতি শবাধার পাত্রটির মধ্যে একটি শিশুর কঙ্কাল, হাতির দাঁতের তৈরি একজোড়া বালা, কয়েকটি তামার মুদ্রা, মূল্যবান পাথরের মালা ও 'অম্বালিকা' নাম উৎকীর্ণ পোড়া মাটির সিল আবিষ্কৃত হয়েছে।

রোজনামচার পাতার তারিখটা ছিল ১২ ডিসেম্বর, ১৯৫২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যময় সেনেট হল তখনও ভাঙা হয়নি। হলটির পেছনের অংশে তখন ছিল আশুতোষ সংগ্রহশালা। অন্য অনেক দিনের মতো সেদিনও বিকালে বৈঠকি মেজাজে আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল। আলোচনার বিষয় ছিল সেসময়ে সাবেক সুন্দরবনে সাড়া জাগানো পুরাতাত্ত্বিক আবিস্কার। দেবপ্রসাদ ঘোষ, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, স্টেলা ক্রামরিশ, নীহাররঞ্জন রায়, নির্মল কুমার বসু প্রমুখ বাঘা বাঘা পণ্ডিতেরা যাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনে চলেছিলেন, তিনি হলেন মজিলপুরের পুরাতত্ত্ব অনুরাগী জমিদার কালিদাস দত্ত। কালিদাস বাবু সেদিন কয়েকটি প্রাচীন টেরাকোটা মূর্তি পুতুল, সিলমোহর, তামার অংকচিহ্নযুক্ত মুদ্রা ও কিছু বিচিত্র বর্ণ ও গড়নের পুঁতি দানা নিয়ে এসেছিলেন। এগুলি সবই প্রায় মৌর্য বা সুঙ্গ-কুষাণ যুগের। পুরাবস্তুগুলি উদ্ধার করা হয়েছিল সাবেক সুন্দরবনের পরিধির মধ্যে অবস্থিত বর্তমানের আটঘরা-সীতাকুণ্ডু থেকে। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, সুন্দরবনের মানব বসতির এহেন প্রাচীনত্বের বস্তুগত প্রমাণ দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়েছিলেন। দুএকজন ছাত্র বা গবেষক যাঁরা ছিলেন তাঁরা আবিষ্কারের উন্মাদনায় রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। তারপরেই শুরু হয় সুন্দরবনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানো পুরাতত্ত্বের সন্ধানে।

আটঘরা ও সীতাকুণ্ডু দুটি পাশাপাশি মৌজা। শিয়ালদহ দক্ষিণ শহরতলী। রেলপথে বারুইপুর রেল জংশন। সেখান থেকে পূর্বদিকে প্রায় ৩ কিমি পথ। একসময় এ অঞ্চলটা যে প্রাচীন সুন্দরবনের চৌহদ্দীর মধ্যে ছিল সে প্রমাণের অভাব নেই। পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের বিচারে সাবেক সুন্দরবন এলাকায় যে কয়টি বিপুল সম্ভবনাময় প্রত্নস্থল আবিস্কৃত হয়েছে, আটঘরা-সীতাকুণ্ডু সেগুলির অন্যতম। ভূ-সংস্থানের বিচারে আলোচ্য মৌজাদুটি আশপাশের সুবুদ্ধিপুর, মাদারহাট, সোলবোয়লিয়া, চিত্রশালী, বেগমপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি থেকে উঁচু ভূমিস্তর বা 'কনট্যুর'এ অবস্থিত। মৌজা দুটির পশ্চিম সীমানা বরাবর 'ফর্দির বাদা' নামে দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে যে জলাজমি বা নীচু আবাদী অঞ্চল রয়েছে তা একসময় ছিল আদিগঙ্গার বিশাল নদীখাতেরই অংশ। কিন্তু আজ সেই বিশাল নদী বিলুপ্ত।

খ্রীঃ ১ম-২য় শতক থেকে আটঘরা-সীতাকুণ্ডু অঞ্চলে যে এক উন্নত নগর ও বন্দর বসতি গড়ে উঠেছিল তার অনেক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আজও মাটির গভীরে আত্মগোপন করে আছে। আজ থেকে প্রায় ৬০-৬৫ বছর আগেও সেসব প্রমাণ বা ধ্বংসাবশেষগুলি অনুসন্ধানকারীর নজরে পড়ত। কিন্তু দীর্ঘদিন

ধরে জনবসতির চাপে, চাষাবাদ বিস্তার, গৃহাদি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ রাজ্য প্রশাসনের একপ্রকার উদাসীনতায় সুদূর অতীতের সেসব প্রত্নসজিরগুলি আজ প্রায় সবই বিলুপ্ত। প্রায় ২ বর্গ কিমি বিস্তৃত আঃ ২ হাজার বছরের প্রাচীন এই বন্দর নগরটি বেষ্টন করে এক বিশাল প্রাচীর ছিল। আজও মাটির গভীরে কোথাও কোথাও এই বলিষ্ঠ প্রতিরক্ষা প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্নস্থলটির সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে অনেক উঁচু ঢিবি বা ডাঙ্গা, প্রাচীন জলাশয়, মাটির গভীরে পোড়ামাটির নল বসানো পয়ঃপ্রণালী ও পানীয় জল সংগ্রহের জন্য পোড়ামাটির বেড় দিয়ে তৈরি পাতকুয়া। এখানকার ঢিবি ও ডাঙ্গাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দমদমা ঢিবি, কেপাইতপুরের দেউলডাঙ্গা, দেওয়ান গাজির মাজারের ঢিবি, সীতাকুণ্ড স্কুলের ঘোড়াডাঙ্গা, ফাঁসিডাঙ্গা ও গোলাম আলি সর্দারের ভদ্রাসনের ডাঙ্গা। দমদমা ঢিবিতে রাজ্য পুরাতত্ত্ব অধিকরণ ১৯৮৬ সালে নামমাত্র পরীক্ষামূলক খনন পরিচালনা করেছিল। এর ফলে মৌর্যযুগের সময়কাল থেকে আরম্ভ করে সুঙ্গ-কুষাণ ও গুপ্তযুগের সময়কাল পর্যন্ত এক ধারাবাহিক নগর সংস্কৃতির উত্তরণের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। এরও আগে ১৯৭৬ সালে ঢিবিটি থেকে লাল পাথরের একটি সিলমোহরের ছাঁচ পাওয়া যায়। সিলটি একটি রাজগৃহের ছিল। দমদমা ঢিবি ও আশপাশের ঢিবিগুলির মধ্যে আত্মগোপনকারী বিশাল ইমারতের ধ্বংসাবশেষ অনেকটা সেই ইঙ্গিতই বহন করে। আজ থেকে প্রায় ৬০-৬৫ বছর আগে যখন কেপাইতপুরের দেউলডাঙ্গা চাষের জমিতে পরিণত করা হয়, তখন মাটি কাটার পর ওখানে ক্রুশাকৃতি এক দেউলের ভিত্তি-গাঁথনি নজরে পড়েছিল। এখান থেকে পোড়ামাটির বড় বড় মন্দির ফলকে উৎকীর্ণ বোধিসত্ত্বমূর্তি সহ একটি পাথরের ভূমিস্পর্শমুদ্রায় ধ্যানরত বুদ্ধমূর্তি আবিস্কৃত হয়েছিল। মূর্তিটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লেখা থেকে ত্রিরত্ন মহাবিহার বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘ-এর কথা জানা যায়। এগুলি সবই যে এক বিশাল দেবদেবউলের প্রত্ন-নজির সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আটঘরা-সীতাকুণ্ডুর অন্যান্য প্রাচীন ঢিবিগুলি থেকেও প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষ ও অসংখ্য বিস্ময়কর পুরাবস্তু আবিস্কৃত হয়েছে।

প্রত্নস্থলটির প্রাচীন দিঘিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সীতামাপুকুর, পাত্রপুকুর, চালধোয়াপুকুর, নিরামিষ পুকুর, বাঁকা সর্দারের পুকুর, চটাপুকুর, ডোমপাড়া পুকুর ও দ্বাড়ির কুনি বা ডোবা। প্রথম তিনটি পুকুর সংস্কারের সময় বেশ কয়েকটি পাথরের ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। সম্ভবত সেনযুগের অন্তিমকালে এ অঞ্চলে যে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল সেসময়ে এ মূর্তিগুলি জলে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। পুকুরগুলি সংস্কাররে সময় এসব মূর্তি ছাড়া অনেক টেরাকোটা মূর্তি পুতুল ও ফলক, সিলমোহর বিচিত্রবর্ণ ও গড়নের মৃৎপাত্র প্রভৃতিও উদ্ধার করা হয়েছিল। দ্বারির কুনি থেকে একটি নারীদেহাকৃতি শবাধার পাত্র আবিস্কৃত হয়েছে। পাত্রটির মধ্যে একটি শিশুর কঙ্কাল, হাতির দাঁতের তৈরি একজোড়া ছোট বালা, কয়েকটি তামার ঢালাই মুদ্রা, মূল্যবান পাথরের মাল্যদানা ও একটি খ্রীঃ ৩য় শতকের ব্রাহ্মী হরফে 'অম্বালিকা' নাম উৎকীর্ণ পোড়ামাটির সিল আবিষ্কৃত হয়েছে। সীতামা ও চালধোয়া পুকুর নিয়ে অনেক কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। পুকুরে সোনা-রূপার কৈ মাছ খুঁজে বেড়ানো, পূজা অর্চনার সময়ে পুকুরের ঘাটে পূজার বাসন-কোসন ভেসে ওঠা অথবা নিশুতি রাতে রাজার খোঁজে রাজকীয় সাদা ঘোড়ার পুকুরের পাড়ে চক্রাকারে ছুটে চলা-এসবই যেন আটঘরা-সীতাকুণ্ডুর আদ্যিকালের কল্পজগতের ছায়াচিত্র।

নানা সময়ে আটঘরা ও সীতাকুণ্ডুর মাটির গভীরে আবিষ্কৃত প্রত্ন নিদর্শনগুলির একটি শ্রেণি-বিন্যাস করা যেতে পারে - বিভিন্ন ধরনের কৌলাল বা মৃৎভাণ্ড ও খোলামকুচি, পুঁতিদানা, পোড়ামাটির মূর্তিপুতুল ও ফলক, নানা ধরনের মুদ্রা, সিল ও সংক্ষিপ্ত লেখ উৎকীর্ণ ফলক ও পাথরের নানা দেবদেবী মূর্তি।

প্রাচীন মানব বসতির সংস্কৃতির স্তরের কাল নির্ণয়ে সবচেয়ে অর্থবহ উপাদান উৎখনিত বা আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র বা খোলামকুচি। আটঘরা-সীতাকুণ্ডুতে নানা সময়কালের নানা আকৃতি ও বর্ণের মৃৎমাত্র বা মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ বা খোলামকুচি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বেশ কিছু আরশির মত উজ্জ্বল ও মসৃণ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের প্রলেপযুক্ত। এগুলিকে 'নর্দান ব্ল্যাক পলিসড্ ওয়্যার' বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এগুলি পাওয়া গেছে বসতির সবচেয়ে নিচের স্তরে। মাটির অপেক্ষাকৃত উপরের স্তরে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক সমরেখাঙ্কিত মৃৎভাণ্ড বা 'রুলেটেড ওয়্যার'-এর ভগ্নাংশ। এখানে দীর্ঘ স্কন্ধযুক্ত এক ধরনের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি অত্যন্ত মসৃণ ও পালিসযুক্ত। এগুলি অনেকটা রোমান পানপাত্র 'অ্যামফোরা'র মতো। আবার অন্যান্য কিছু পাত্রের ভগ্নাংশে দেখা যায় নানা রেখাংকিত বা ছাপের অলংকরণ। যেমন, জ্যামিতিক নক্সা, ফুলকারি ছাপ, মৎস্য ও হস্তি বা মাঙ্গলিক চিহ্ন বা মানুষের অবয়ব রেখা। দ্বারির কুনিতে আবিষ্কৃত নারীদেহাকৃতি শবাধার পাত্রটির হস্ত ও পদদ্বয় 'অ্যাপলিক' পদ্ধতিতে গড়া। এখানে আবিষ্কৃত কোন কোন পাত্রের আকৃতি কচ্ছপ, উড়ন্ত বিহঙ্গ বা কুমিরের মতো। কোন কোন পাত্রের গায়ে তীক্ষ্ম শলাকা দ্বারা উৎকীর্ণ ২য়-৩য় শতকের ব্রাহ্মী হরফের সংক্ষিপ্ত লেখ রয়েছে।

সাবেক সুন্দরবনের প্রত্নস্থলের মত আটঘরা-সীতাকুণ্ডু থেকেও খ্রীস্টিয় বর্ষ সূচনাকাল থেকে আরম্ভ করে সুলতানী-বাদশাহী আমলের সময়কাল পর্যন্ত প্রচলিত বহুমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীনতম মুদ্রাগুলির মধ্যে রয়েছে রূপা ও তামার অসংখ্য অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রা। এগুলির অধিকাংশই বর্গাকার, আবার কোন কোনটি বৃত্তাকার। এগুলির গায়ে হস্তি, বেদিকার উপর বেষ্টনীসহ বৃক্ষ, পর্বত, সূর্য, মৎস্য, স্বস্তিকা, অর্নবপোত ও দু-একটি ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ অক্ষর দেখা যায়। এছাড়া প্রত্নস্থলটি থেকে বেশ কয়েকটি কুষাণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি কনিষ্ক ও নৃবিষ্কের আমলের মুদ্রা। বেচারাম কামারের ডোবা থেকে উদ্ধার করা

১. মাতৃক্রোড়ে শিশু, সুঙ্গযুগ, ২. বিষ্ণু মূর্তি, সেনযুগ, ৩. পোড়া মাটির বোধিসত্ত্ব মস্তক, গুপ্তযুগ, ৪. ঐরাবত পৃষ্ঠে ইন্দ্র, পোড়া মাটির ক্রীড়ণক, সুঙ্গযুগ, ৫. হেলেনীয় নারী মস্তক, সুঙ্গযুগ, ৬. পাথরের বোধিসত্ত্ব মস্তক, গুপ্তযুগ, ৭. সিলমোহরের ছাঁচ, রাজগৃহ ছন্দোগ পরমস্য, খ্রীঃ ৪র্থ শতক, ৮. পোড়া মাটির সিল, বৃক্ষোপাসনা, আঃ ২য় শতক, ৯. কুমিরের পিঠে বানর, নীতি কাহিনী ফলক, সুঙ্গযুগ।

ছবি ঃ লেখক

একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রে সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দুটি সুবর্ণমুদ্রা, তিনটি লিডিয়ান স্বর্ণমুদ্রা ও পাঁচটি ইন্দো-ব্যাকট্রিয় ও রোমান স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখানকার বিভিন্ন জলাশয় ও ঢিবি থেকে বেশ কিছু সংখ্যক রূপা ও তামার সুলতানী ও বাদশাহী আমলের মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছিল। এসব প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মুদ্রা ছাড়া প্রত্নস্থলটি থেকে অসংখ্য বিচিত্র বর্ণ ও গড়নের মূল্যবান বা প্রায় মূল্যবান পাথর, বালা, রত্নের পুঁতি দানা আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত বহু অখোদিত পাথর বা রত্নপিণ্ড থেকে বোঝা যায় যে, সেসময় এখানে মূল্যবান পাথর বা রত্ন খোদাই ও অলংকার নির্মাণ শিল্প যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল।

আটঘরা-সীতাকুণ্ডু থেকে উদ্ধার করা প্রত্ন-সম্ভারের মধ্যে অন্যতম প্রধান নিদর্শন এ অঞ্চলে প্রাপ্ত বেশ কিছু পোড়ামাটির 'সিল' বা মুদ্রাঙ্ক ও একটি রক্তাভ প্রস্তর নির্মিত আশ্চর্যজনক সিলমোহরের ছাঁচ। একটি পোড়ামাটির 'সিল' -এর মুখ্যদিকে সুগঠিত দেহধারী এক ধনুর্ধর রাজ পুরুষের প্রতিকৃতি ও গৌণ দিকে ৪র্থ শতকের ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ লেখ 'সৌমাদিত্য'। লেখটি হয়ত কোন রাজ্যবিষয়ক তথ্য প্রদান করে। অন্য একটি পোড়ামাটির বড় 'সিল'-এর মুখ্য দিকে সনাল শস্য গুচ্ছ হাতে কিরীট কুন্তল শোভিত দীর্ঘ 'সিটন' জাতীয় ভূষণ পরিহিত সমপদে দণ্ডায়মানা এক দেবীপ্রতিমা মূর্তি। সিলটির নীচের দিকে মূর্তিটিকে বেষ্টন করে ১২ টি অক্ষরে উৎকীর্ণ লেখ। অক্ষরগুলির কোনটি ব্রাহ্মী, আবার কোনটি খরোষ্ঠী বলে মনে হয়। মুদ্রাঙ্কের গৌণ দিকে সারিবদ্ধভাবে উৎকীর্ণ ৭ টি প্রতীক চিহ্ন ও একটি জড়িত বর্ণাক্ষর বা 'মনোগ্রাম'। সীতাকুণ্ডুতে প্রাপ্ত অন্য একটি পিণ্ডাকৃতি সিলমোহরের মুখ্যদিকে বেষ্টনীবদ্ধ বেদিকার উপর অবস্থিত ঘন পল্লবিত একটি বৃক্ষের দুই পাশে করজোড়ে নতজানুতে উপাসনারত দুই জোড়া নারী-পুরুষ মূর্তি ও গৌণদিকে তীক্ষ্ম শলাকাদ্বারা দ্বিতীয় শতকের ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ লেখ 'মহতী অটে'। সিলটি প্রাচীনকালে ও অঞ্চলে বৃক্ষোপসনা বা বোধিবৃক্ষ অর্চনার চিহ্ন বহন করে। তবে এসব মুদ্রাঙ্কের মধ্যে সীতাকুণ্ডে আবিষ্কৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান হল একটি লাল পাথরের বৃত্তাকার সিলমোহরের ছাঁচ। এটির কার্যকরী দিকটি একটি তীক্ষ্ম অনুভূমিক রেখা দ্বারা দুটি অংশে বিভক্ত। উপরের অংশে সমপদে অভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মানা এক দেবীমূর্তি। দেবীর ডান হাতে সনাল পদ্মপুষ্প ও বাম হস্তে ধৃত পুস্তিকা। ছাঁচটির নিচের অংশে চতুর্থ শতকের ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ দুই পংক্তি লেখ - 'রাজগৃহ ছন্দোগ পরমস্য'। অর্থাৎ রাজগৃহের সামবেদ গীতকারীদের আরাধ্যা। সিলটির পাঠ থেকে স্পষ্ট যে, এখানে একটি রাজগৃহ ছিল এবং সামবেদীয় সঙ্গীতের চর্চা হত। এসব ছাড়া আটঘরা-সীতাকুণ্ডুতে প্রাপ্ত কয়েকটি সিলমোহরে লেখসহ বিশাল মাস্তুল সহ সমুদ্রযান ও দু একটি স্টিয়েটাইট পাথরের ক্ষুদে সিলমোহরে প্রাচীন রোমান হরফে উৎকীর্ণ সংক্ষিপ্ত লেখসহ হেলেনীয় দেবীমূর্তি দেখা যায়।

আটঘরা-সীতাকুণ্ডুর মাটির গভীরে নানা সময়ে হঠাৎ করে পাওয়া পোড়ামাটির মূর্তি পুতুল ও ফলকগুলি এখানকার মানববসতির প্রাচীনত্বকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে। শিল্পরীতির বিচারে এগুলি মৌর্য, সুঙ্গ-কুষাণ, গুপ্ত ও পালযুগের এক ধারাবাহিক শিল্প চেতনার পরিচয় বহন করে। পোড়ামাটির খেলনাগাড়িগুলিতে হাতি, মেষ, ঐরাবত পৃষ্টে ইন্দ্র, রথারূঢ় সূর্য, ভীষণাকৃতি দানব প্রভৃতি মোটিফ দেখা যায়। পোড়ামাটির কিছু ঝুমঝুমি কুবের, গণেশ, গজাসুর, প্রভৃতির আদলে নির্মিত। পোড়ামাটির ফলকে পঞ্চচূড় বা দশচূড় যক্ষিনী, বিচিত্র বসন ও পাগড়ী শোভিত যক্ষ, কুমিরের পিঠে আরোহী বানরের মত নীতি কাহিনী, জাতক কাহিনী, সমাজ ও পেশাগত জীবনের নানা আলেখ্য, নর-নারী ও পশু-পাখির নানা ভঙ্গিমায় রতিক্রিয়া, মাতৃক্রোড়ে শিশু, বিচিত্রবসন ও অলংকারসহ নানা কেশবিন্যাসে সজ্জিত লাস্যময়ী নারীমূর্তি, রোমান শিরস্ত্রাণ ও ঘাঘরা পড়া যোদ্ধামূর্তি, বিচিত্র বেশ ও কেশবিন্যাসে সজ্জিত হেলেনীয় নারীমূর্তি প্রভৃতি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

আটঘরা-সীতাকুণ্ডুর প্রাচীন দিঘী ও ঢিবিগুলি থেকে অনেকগুলি পাথরের দেবদেবীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। দু-একটি ছাড়া এগুলি প্রায় সবই পাল ও সেন যুগের। মূর্তিগুলির অধিকাংশই চতুর্বিংশতি রূপভেদে বিষ্ণুবিগ্রহ। দুএকটি আকারে বেশ বড়। অন্যদুটি বিষ্ণু বিগ্রহের মধ্যে একটি বরাহ অবতার মূর্তি ও অন্যটি বামন অবতারের মূর্তি। সূর্যমূর্তির একটি ভগ্নাংশও এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া, একটি সরস্বতী মূর্তির উর্দ্ধাংশ, একটি হর-পার্বতী মূর্তি ভগ্নাংশ, একটি ক্ষুদ্রাকায় গণেশমূর্তি ও নন্দীপৃষ্ঠে নৃত্যরত একটি ভগ্ন নটরাজ শিবমূর্তি এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। মিহিদানা বেলপাথরের তৈরি একটি ময়ূর অঙ্কিত চন্দনপঙ্কপট্ট এক অসাধারণ শিল্প নিদর্শন। এখান থেকে দুটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কারের কথা জানা যায়। একটি মূর্তির পাদপীঠে রত্নত্রয় বৌদ্ধমহাবিহারের নাম উৎকীর্ণ ছিল।

আটঘরা কে দু'একজন কল্পনাবিলাসী পুরাতত্ত্ববিদ্ টলেমীর আর্ন্তগাঙ্গেয় ভারতের নক্সাচিত্রে প্রদর্শিত 'অষ্টগৌরা' বলে সনাক্ত করেছেন। এ ধরনের যুক্তি ও প্রমাণ বিহীন মতামত কতটা গ্রহণযোগ্য তা গভীর অনুসন্ধান ও তর্কের বিষয়। তবে খ্রীঃ ১ম-২য় শতক থেকে এই প্রত্নস্থলটি যে একটি সুরক্ষিত নগর ও বন্দরের মর্যাদা লাভ করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে সময়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে আটঘরা-সীতাকুণ্ডুর যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল তাও অনেকটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। বিপুল সম্ভবনাময় এই প্রত্নস্থলটির ব্যাপক ও প্রথাগত উৎখননই এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম।

লেখক প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ এবং অধ্যক্ষ হেরম্ব চন্দ্র কলেজ, রয়েল সোসাইটি অব আর্টস (লন্ডন) এর ফেলো। প্রকাশিত গ্রন্থের কয়েকটি - আদি গঙ্গা প্রত্ন পরিক্রমা, সুন্দরবনের মনি অববাহিকা, Sundarban Bronzes Archaeological Museums in West Bengal প্রভৃতি।